গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৫.১৬৬.১১৪.০১.০০.৬২(অংশ)২০১৫.৫৩৮ তারিখ: ২৯.০৯.২০১৬

বিষয়: ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রাক্কলনসহ অগ্রাধিকার তালিকা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৫.০৯.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রাক্কলনসহ অগ্রাধিকার তালিকা আগামী ১৫.১০.২০১৬ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৯.০৯.১৬
(মো: শাহ্ আলম)
উপ-সচিব

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। পরিচালক (সকল)............................ .....মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল......................
২। অধ্যক্ষ (সকল)..................মেডিকেল কলেজ.........................
৩। সিভিল সার্জন (সকল)..................................
৪। তত্ত্বাবধায়ক(সকল) ....
৫। উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) (সকল)......................
৬। ইন্সট্রাক্টর ইনচার্জ (সকল),...
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (পত্রটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮। ....

অনুলিপি :-

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৩। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫-১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য উইং), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মেরামত ও সংস্কার কাজের প্রাথমিক পর্যালোচনা সভার কার্য-বিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব নাসির আরিফ মাহমুদ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের মিনি সভাকক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৫.০৯.২০১৬ খ্রি: সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	:	পতাকা-ক

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে সারা দেশের স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে এবং তা একটি চলমান প্রক্রিয়া। রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। বর্তমান অর্থ বছরে (২০১৬-২০১৭) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৬০.০০(ষাট) কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ১২০.০০ (একশত বিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেটের ১০% সংরক্ষিত রেখে বাকি অর্থ বর্তমানে ব্যয় করা যাবে। প্রতি বছর এ খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হলেও সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ কার্যক্রম ও তদারকি না করায় Input বা অর্থায়ন অনুসারে Output বা ইপ্সিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেশের বেশ কয়েকটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে যেয়ে জানুয়ারী-২০১৬ তে বরাদ্দের কাজ জুন-২০১৬ মাসেও শুরু হয়নি মর্মে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে সভাকে অবহিত করেন। এ প্রসংগে তিনি ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী , জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও কক্সবাজার জেনারেল হাসপাতালের মে-জুন-২০১৬ তে এরুপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন মর্মে জানান যা খুবই হতাশাজনক ও গণপূর্ত বিভাগের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনে অনিহা প্রকাশ করে মর্মে জানান।

২। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য স্থাপনামূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না। অধিকন্তু মন্ত্রণালয় থেকে যথসময়ে অর্থ বরাদ্দ করা হলেও কার্যাদেশ প্রদানে অনেক কালক্ষেপন করে অর্থ বছরের শেষ প্রান্তে এসে টেন্ডার কার্যক্রম শুরু করায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ মোটেও সন্তোষজনক হয় না। কেননা সে সময়টা অর্থ বছরের শেষ সময় এবং বিল প্রদানের শেষ সময়। এ কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যের মতামত ও পরামর্শ প্রদানের আহবান জানান। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় উপস্থিত সদস্যগণ স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৩। সভায় উপস্থিত কয়েকজন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, জুন মাসের শেষ প্রান্তে মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কিছু বরাদ্দ দেয়ার ফলে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ যথাযথভাবে করা সম্ভব হয় না। তাঁরা এ বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আর্কষণ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, গত অর্থ বছরে ৯০% এর অধিক বরাদ্দ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের মধ্যে দেয়া হলেও গণপূর্ত অধিদপ্তর যথাসময়ে বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব করে। পরবর্তী সময়ে জরুরি প্রয়োজন পরতে পারে এরুপ বিবেচনায় কিছু অর্থ /কাজ পরে বরাদ্দ দেয়া হয়। তবে তা মার্চ মাসের মধ্যে এই বরাদ্দ দেয়া হলে উত্তম হয় মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

৪। গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, বিগত অর্থ বছরে কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্বের অন্যতম কারণ হলো সময়মত অর্থ ছাড় না হওয়া। আলোচনায় সবাই একমত হন যে, দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণের সাথে অর্থ ছাড়ের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ঠিকাদারের কাজ সমাপ্তির পরই অর্থ পরিশোধ করতে হয়। দরপত্র প্রক্রিয়া থেকে কাজ চলমান থাকায় অর্থ ছাড়ে কোন সমস্যা থাকলে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জানানো যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। সভাপতি আরও জানান যে, অনেক মেডিকেল কলেজ থেকে বিশেষ করে পুরাতন মেডিকেল কলেজগুলোতে চাহিদা সময়মত না আসায় মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ কম হচ্ছে। তিনি সকল হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজের অগ্রাধিকার তালিকা সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রেরণের অনুরোধ জানান এবং প্রয়োজনে ই-মেইলে মেরামত ও সংস্কার কাজের তালিকা প্রেরণের অনুরোধ করেন। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর পরিচালক জানান, কিছু কিছু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অনেকগুলো ভবন পঞ্চাশ বছরের চেয়ে এমনকি প্রায় একশত বছরের বেশী পুরাতন। সে কারণে বর্তমান অর্থ বছরের বরাদ্দ ও আগামীতে প্রণিতব্য নীতিমালা শুধু আসন সংখার ভিত্তিতে না হয়ে ভবনগুলির বয়স ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৬. সভায় আগত প্রায় সকল স্বাস্থ্য স্থাপনা প্রধান/ প্রতিনিধি গণপূর্ত বিভাগের কাজের মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তারা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। আলোচনাকালে উপস্থিত স্বাস্থ্য স্থাপনার প্রধান/প্রতিনিধিগণ তাদের জরুরি চাহিদার বিষয়ে সভায় কিছু কাজের বিষয় উল্লেখ করেন (সংযুক্ত-খ)।

৭। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:-

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমুহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম আরও স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অতি জরুরি ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

(খ) স্বাস্থ্য স্থাপনার প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রক্কলনসহ অগ্রাধিকার তালিকা আগামী ১৫.১০.২০১৬ তারিখের মধ্যে সরাসরি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে অনুলিপি গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

(গ) অগ্রাধিকার তলিকা গত অর্থ বছরে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ বরাদ্দের ১৫%-২০% বেশী হবে না। এর অধিক অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন থাকলে সেরুপ বিশেষ কাজের প্রয়োজনীয়তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন/উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) এর অগ্রাধিকার চাহিদপত্র সন্নিবেশ করে পূর্ববর্তী বছরের জেলা ভিত্তিক বরাদ্দের সর্বোচ্চ ১৫%-২০% বেশী প্রাক্কলনসহ চাহিদাপত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ১৫.১০.২০১৬ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবে।

(ঙ) গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জোন তালিকা প্রাপ্তির পর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন। গণপূর্ত অধিদপ্তর বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

(চ) দরপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি এবং দরপত্র দাখিলের পর কার্যাদেশ প্রদানে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব হলে (দুই মাসের অধিক হলে) সেটি সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব অবহেলা বলে চিহ্নিত হবে। বিলম্বের কোন যৌক্তিক কারণ না থাকলে গণপূর্ত অধিদপ্তর দায়ী কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করবে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

(ছ) বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা হতে যাতে সময় মত প্রাক্কলনসহ অগ্রাধিকার চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে পারে সেজন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবে।

৮. সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

(নাসির আরিফ মাহমুদ)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা)

স্মারক নং- ৪৫.১৬৬.১১৪.০১.০০.৬২(অংশ).২০১৫.৫৩৭ তারিখ: ২৯.০৯.২০১৬

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। পরিচালক (সকল)......................... .....মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল....................

২। অধ্যক্ষ (সকল).................মেডিকেল কলেজ.......................

৩। সিভিল সার্জন (সকল)................................

৪। তত্ত্বাবধায়ক(সকল) ....

৫। উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) (সকল).....................

৬। ইন্সট্রাক্টর ইনচার্জ (সকল),..

৭। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সভার কার্যপত্রটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৮। ....

(মো: শাহ্ আলম)
উপ-সচিব

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৩। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। ~~প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।~~
৭। ~~প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫-১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।~~
৮। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য উইং), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।